সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

(২০০৯-২০১২)

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জনগণের দুর্দশা লাঘবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী চালু করেন। তিনিই প্রথম রেশন, খোলাবাজারে ভোগ্যপণ্য বিক্রি ও রিলিফ বিতরণ কর্মসূচী শুরু করেন।

- রূপকল্প ২০২১ এর অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। এর অন্যতম হাতিয়ার সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক বেষ্টনী কর্মসূচী। তাই আওয়ামী লীগ ও সরকার জাতির পিতার আদর্শিত পথ অনুসরণ করছে। ১৯৯৬ সরকারের সময় বৃদ্ধ, দুঃস্থ নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভাতা প্রদান কর্মসূচী চালু করে। সে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য মুক্ত, শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও উপকারভোগীর সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে।

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এ দুই ভাগে বিভক্ত করে দেশের ১৫ কোটি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।
- টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে ২১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৬ হাজার ৭০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৩টি সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ৫ কোটি ৯২ লক্ষ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভোগী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ২২ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৪টি সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ৭ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভোগী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত।
- ২০১১-১২ অর্থবছরে ২১ হাজার ৯৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪টি সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন। এতে দেশের ৭ কোটি ৭১ লক্ষ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভোগী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত।
- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান। এতে দেশের ৭ কোটি ৯৯ লক্ষ দরিদ্র ও নিম্নআয়ভোগী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি।

- সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ ভাতা, পঙ্গু, প্রতিবন্ধী ও অসহায়দের জন্য ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি, ভর্তুকি মূল্যে খোলা বাজারে খাদ্যপণ্য বিক্রি, ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য সহায়তা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়িত।

- বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে উন্নীত। মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত। ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু।
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজারে উন্নীত। মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকায় উন্নীত। ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু।
- অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৮৬ হাজারে উন্নীত। মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত। ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু।
- দরিদ্র গর্ভবতী মা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত প্রান্তিক নারী কর্মীদের জন্য ভাতা প্রদান।
- মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচী ২০১০-১১ থেকে শুরু। প্রথম বছর ভাতাভোগী ছিল ৬৭ হাজার ৫০০জন। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭৭ হাজার ৬০০ জন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৮ হাজার জন।
- দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৪০০ জনকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১৬১ কোটি টাকা ভাতা প্রদান।
- মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতার পরিমাণ ৯০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকায় উন্নীত। ১ লক্ষ ৫০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানী হিসাবে বছরে ৩৬০ কোটি টাকা প্রদান।
- শহীদ ও যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ভাতা ও চিকিৎসা বাবদ ২৯৭ কোটি টাকা প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ নভেম্বর ২০১২ ঢাকা সেনানিবাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

- শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৮৪ কোটি টাকার রেশন প্রদান।
- আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের অনুদান ৮০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় উন্নীত এবং ১ হাজার ৪৬২ জনকে অনুদান প্রদান।
- সরকারী শিশু পরিবার, প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকায় উন্নীত। উপকারভোগী এতিমের সংখ্যা ৫০ হাজারে উন্নীত।
- এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী দরিদ্র ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ৯১ হাজার ৬০১টি পরিবারের মধ্যে ৭৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বিতরণ। উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮ লক্ষ ১৮ হাজারে উন্নীত।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ভোগী সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে ১৮ হাজার ৬২০ জনে উন্নীত। উপবৃত্তির হার প্রাথমিক স্তরে ৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১ হাজার টাকা। ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ভাতা প্রদান।
- সামাজিক ক্ষমতায়নের আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য উপ-বৃত্তি, স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, কম্যুনিটি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যাশন্যাল সার্ভিস কার্যক্রম, বীজ উৎপাদন, কৃষি পুনর্বাসন, প্রান্তিক চাষীদের সহায়তা ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, জলবায়ু তহবিল গঠন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়িত।
- দেশের হতদরিদ্র জনসাধারণের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ, আয় বৃদ্ধি এবং জীবনমানের উন্নয়ন।
- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার মঙ্গা মোকাবেলা। এর আওতায় উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপ্রবণ এলাকা, নদী ভাঙ্গন ও চরাঞ্চলের মৌসুমী বেকারদের ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের জন্য ২ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়। ২৭ লক্ষ ৩৬ হাজার লোকের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- দারিদ্র্যের হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে হ্রাস। ৫ কোটি ১০ লক্ষ মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত। দেশ-বিদেশে প্রশংসা অর্জন।
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে সরকারী অর্থায়নে "প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র" শীর্ষক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

- দেশের অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৯০টি উপজেলায় ৬৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ হাজার ৫৬১টি আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা। ৭ লক্ষ ৫০ হাজার হতদরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ময়মনসিংহ, বরিশাল, জামালপুর ও ঢাকা জেলার ২ হাজার ভিক্ষুকের পুনর্বাসন বাস্তবায়নাধীন।
- ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দলিত, হরিজন, বেদে ও হিজরাদের জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নে চর জীবিকায়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন। ২ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত।
- চর জীবিকায়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে ২য় পর্যায়ে ৭৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইল, পাবনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার চর এলাকার ৩১টি উপজেলায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত।
- ১ লক্ষ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষি খাস জমি প্রদান।
- ঢাকার বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১০টি আবাসিক ভবন নির্মাণ। ১ হাজার ৭৭২টি পরিবার পুনর্বাসিত। আরও ১২টি আবাসিক ভবন নির্মাণাধীন।
- ৭টি বিভাগের ৪৯টি জেলার ১২০টি উপজেলায় ১৬৩টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং ৭ হাজার ১৭২টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসিত।
- ৮৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের চর, হাওর-বাঁওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা, অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল এবং পার্বত্য এলাকার ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের (টিআর) লক্ষ্যে ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৭৩ টন খাদ্যশস্য ও ৩৭৭ কোটি টাকা বিতরণ।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টন খাদ্যশস্য ও ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়। প্রায় ২৭ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি। বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজন।
- দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ৩ কোটি ৩৬ লাখ ৮২ হাজার উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টন খাদ্যশস্য বিতরণ।
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর (জিআর) আওতায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা নগদ, ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টন চাল, ৯৩ হাজার বান্ডিল

ঢেউটিন, ১২৪ কোটি টাকা গৃহ বাবদ মঞ্জুরী এবং ১০ লক্ষ পিস কম্বল ও ১০ কোটি টাকা বিতরণ।

- "মানুষের সত্ত্বাকে কাজে লাগিয়ে জীবিকায়নের মাধ্যমে আয় নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন" - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ দর্শন বাস্তবায়নে প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের সক্ষম সদস্যকে কৃষি ও অকৃষিভিত্তিক কাজে সম্পৃক্ত করতে একটি বাড়ী একটি খামার কর্মসূচী গ্রহণ।
- এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ১ হাজার ৪৯২ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ।
- গণমুখী এ প্রকল্পটি ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শুরু করা হলেও বিএনপি-জামাত জোট প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়।
- ৪৮২টি উপজেলার ১ হাজার ৯২৮টি ইউনিয়নের ১৭ হাজার ৩৮৮টি গ্রামের ১০ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৮০ পরিবারের জীবিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রতিটি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে ১টি গ্রামের ৬০টি দরিদ্র পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৭ হাজার গ্রাম সমিতি গঠন। ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার উপকারভোগী নির্বাচন ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল বিতরণ। মাসিক ২০০ টাকা সঞ্চয়ের বিপরীতে সমিতির সদস্যদেরকে মোট ২৬২ কোটি টাকা বোনাস প্রদান। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জীবিকাভিত্তিক ঋণ প্রকল্প গ্রহণ। ৪ লক্ষ ৯০ হাজার প্রকল্প গ্রহণ। মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, নার্সারী, সবজী বাগান, ও অন্যান্য ট্রেডে ৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ। ৫ লক্ষ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থান।
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সমবায় অধিদপ্তর, বার্ড, কুমিল্লা এবং আরডিএ, বগুড়ার সহযোগিতায় প্রতিটি গ্রামের ৬০টি পরিবার নিয়ে গঠিত প্রতিটি সমিতি মৎস্য চাষ, পশুপালন, নার্সারী, সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ শেষে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে আর্ন্তজাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে "বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী" প্রতিষ্ঠা।
- ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন এবং সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার উন্নয়ন, উপজাতীয়দের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে ১ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ। ১৯৯৭ সালে গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন।

- ১৯ হাজার ৮০টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২৩ হাজার ১৫০টি পরিবারের অনুকূলে ১৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান। ১৪১টি পুকুর খনন। সমবায়ের ভিত্তিতে মৎস্য চাষ। ৭৭ হাজার ১৫১টি নারিকেল, সুপারী ও বনজ বৃক্ষ রোপন এবং ৩৪০টি গ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা।

- ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় ৪ বছরে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৭টি উপজেলায় গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, পানের বরজ, হস্তশিল্প, রিক্সা ও ভ্যান, নার্সারী, পোলট্রি, তাঁত ইত্যাদি বৃহদাকার আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

- অফ সিজনে চা-শ্রমিকদেরকে খাদ্য সহায়তা, লিল্লাহ বোর্ডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার ও মঠের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্যান্সার রোগীদের সহায়তার লক্ষ্যে ৪০ কোটি টাকা প্রদান।

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ লাঘবে বছরের দুটো মৌসুমে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও মার্চ-এপ্রিল অদক্ষ শ্রমের বিনিময়ে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১ হাজার ৭৬ কোটি টাকা ব্যয়, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ।

- অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ও তাদের পরিবারের জন্য পেনশন প্রদানে ২০১০-১১ এ অর্থবছরে ৪ হাজার ৩ কোটি টাকা ব্যয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৫ হাজার ৪২ কোটি টাকা ব্যয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ৫২০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান।

- স্বল্প ও সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ১২ লক্ষ ফেয়ার প্রাইস কার্ড বিতরণ। ওএমএসের মাধ্যমে ২৪ টাকা কেজি চাল এবং ২০ টাকা কেজি আটা বিতরণ। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

- দেশব্যাপী ৬ হাজার ৬৪৬টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার কর্মজীবী শিশুকে জীবিকামুখী দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদান।

- স্কুল ফিডিং এর আওতায় ৯৬টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার ২০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে স্কুলে বিস্কুট সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণ।

- আইলা ক্ষতিগ্রস্ত ২৪টি উপজেলায় ৭৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ইটের রাস্তায় রূপান্তর। ১ হাজার ৫৪টি কাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন। ৩ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে পুনর্বাসন।

- সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর জেলার পোল্ডারগুলো এবং আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার পোল্ডারগুলো মেরামত ও পুনর্বাসন।

- ৬০ লক্ষ বিপদাপন্ন মানুষের ঝুঁকিহ্রাসে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত সহায়তার লক্ষ্যে উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৪টি ইউনিয়নে ১ হাজার ৯৪৫টি গ্রামীণ ঝুঁকিহ্রাস ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন। দুর্যোগোত্তর পুনর্বাসন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- এর আওতায় কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলার ৫৬ হাজার ৮০১ যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৬ হাজার ৫৪ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান।
- এ কর্মসূচী রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় সম্প্রসারণাধীন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করে প্রায় ৯ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন।
- ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ। ১০৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়।
- আউশ ধান চাষের প্রণোদনা হিসেবে প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ কৃষককে বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান।
- বর্গাচাষীদের কৃষি ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ৪৮টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় ৫ লক্ষ বর্গাচাষীকে ফসল চাষ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৬০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ১৮ লক্ষ বর্গাচাষীকে ৩ হাজার ৪৬১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।
- বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুবিধাভোগীদের মধ্যে অর্থ বিতরণ, বেকার যুবক ও নারী, হতদরিদ্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ হিসাব, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ক্ষুদ্র জীবনবীমা গ্রহীতা ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০ টাকায় ৩৫ লক্ষ ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা।
- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙ্গনের শিকার গ্রামীণ দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য ৬২ হাজার গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩৩ কোটি টাকা বিতরণ।
- নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার উপকূলীয় এলাকার জেগে ওঠা চর উন্নয়ন। চরের ১৫ হাজার ৯০৩ একর জমি ১১ হাজার ২৫৮টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান ও তাদের পুনর্বাসন।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের অন্যান্য স্থানের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৩২টি উপজেলায় শিক্ষা সহায়তাসহ ৪২টি আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।